আলেকজান্ডার ডুমাস

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

মার্সেঈ বন্দর।

লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে সেদিন বন্দরটা।

বিদেশ থেকে কোনো বাণিজ্য জাহাজ ফিরে আসবার দিন এরকম ভিড় হয়েই থাকে।

খবর এসেছিল, মোরেল অ্যান্ড সন-এর ফারাওঁ নামে জাহাজখানা বন্দরে আসবে ঐদিন। তাই অত লোকজন। জাহাজের মালিক মঁসিয়ে মোরেলও ছিলেন সেই জনতার মধ্যে। তাঁর আগ্রহাকুল দৃষ্টি তখন দূর সমুদ্রের দিকে প্রসারিত। কখন বন্দরে ঢুকবে জাহাজ—তার মনে কেবল সেই চিন্তা।

কিছুক্ষণ পরেই জাহাজখানা দেখতে পাওয়া গেল।

ধীরে ধীরে জেটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো ফারাওঁ। জাহাজ তীরে এসে নোঙর ফেলবার আগেই মঁসিয়ে মোরেল জেটির কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন। মালিককে দেখতে পেয়েই জাহাজের একজন খালাসি একগাছা দড়ি ছুড়ে দিলো তার দিকে।

দড়িগাছা ধরে মঁসিয়ে মোরেল সুদক্ষ নাবিকের মতো ঝুলতে ঝুলতে ডেক-এর ওপরে উঠে পড়লেন।

ডেক-এ উঠে প্রথমেই তার দেখা হলো এডমন্ড দান্তের সঙ্গে। সে তখন ব্যস্তভাবে খালাসিদের নির্দেশ দিচ্ছিল নোঙর ফেলবার ব্যাপারে।

এডমন্ড বয়সে তরুণ। সুশ্রী ছিপছিপে চেহারা। অভিজ্ঞ কাপ্তেনের মতোই হুকুম চালাচ্ছিল সে।

মঁসিয়ে মোরেল তার কর্মকুশলতা দেখে খুশি হলেন। তিনি এগিয়ে গেলেন তার কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন,

"তোমার মুখখানা ওরকম বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন এডমন্ড, খবর সব ভালো তো?"

"আজ্ঞে না, খবর খুবই খারাপ।"

"খারাপ খবর! কী হয়েছে বলো তো? মালের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি?"

"আজ্ঞে না, মাল ঠিকই আছে। কিন্তু আমাদের কাপ্তেন—"

"কাপ্তেন! কী হয়েছে তার?"

"তিনি বেঁচে নেই।"

"কী বললে? কাপ্তেন লাকমেয়ার... আমার বিশ্বস্ত বন্ধু কাপ্তেন লাকমেয়ার বেঁচে নেই? কী হয়েছিল তার? সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলেন কি?"

"না মঁসিয়ে, 'ব্রেন ফিভার' রোগে মারা গেছেন তিনি।

এই পর্যন্ত বলেই খালাসিদের দিকে তাকিয়ে এডমন্ড চিৎকার করে বলে উঠলো, "না না, ওভাবে নয়, দাঁড়াও আমি আসছি।" মঁসিয়ে মোরেলের দিকে তাকিয়ে সে বললো, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, নোঙর ফেলার ব্যবস্থা করে এক্ষুনি ফিরে আসছি আমি।"

এই বলেই এডমন্ড চলে গেল ওখান থেকে।

এডমন্ড চলে যেতেই আর একটি যুবক-কর্মচারী এগিয়ে এলো মঁসিয়ে মোরেলের কাছে। যুবকটির নাম ড্যাংলার। মঁসিয়ে মোরেলকে অভিবাদন করে ড্যাংলার বললো, "খবর শুনেছেন কি?"

"কাপ্তেনের মৃত্যুর কথা বলছো তো? হ্যাঁ, এডমন্ডের মুখে এইমাত্র শুনলাম সে কথা।"

"আর কিছু শুনেছেন?"

"কী?"

"এলবা দ্বীপে যাবার কথা? কাপ্তেনের মৃত্যু হতে না হতেই এডমন্ড ইচ্ছামতো কাজ করতে আরম্ভ করেছে। কোনো কাজ না থাকলেও পুরো দেড় দিন এলবা দ্বীপে কাটিয়ে এসেছে।"

"এলবা দ্বীপে! সেখানে গিয়েছিল কেন?"

"তা জানি না। হাওয়া খাওয়া ছাড়া আর কী কাজ থাকতে পারে সেখানে?"

ড্যাংলারের মুখে এই খবর শুনে মঁসিয়ে মোরেল বেশ একটু বিরক্ত হয়েই এডমন্ডের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, "এডমন্ড!"

এডমন্ড তখন নোঙর ফেলার ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত। সে বললো, "একটু অপেক্ষা করুন, হাতের কাজটা সেরেই যাচ্ছি।"

ড্যাংলার বললো, "দেখলেন তো! ও এখনি নিজেকে কাপ্তেন বলে ধরে নিয়েছে।"

"ঠিকই করেছে। এ জাহাজের কাপ্তেন ওকেই করবো ঠিক করেছি আমি।"

মালিকের মুখে এই কথা শুনে ড্যাংলারের মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল। অতি কষ্টে মনের ভাব দমন করে সে বললো, "কিন্তু এখনও তো আপনি ওকে কাপ্তেনের পদে নিযুক্ত করেননি?"

"তা করিনি বটে, তবে দু-একদিনের মধ্যেই করবো।"

ড্যাংলারের মুখের ওপর আবার ঘনিয়ে উঠলো একটা কালো ছায়া। সে তখন ধীরে ধীরে নিজের কেবিনের দিকে চলে গেল। এই সময় এডমন্ড ফিরে এসে বললো, "একটু দেরি হলো বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি কেন আমায় ডাকছেন?"

"জাহাজ নিয়ে এ দ্বীপে গিয়েছিলে তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"কাপ্তেনের হুকুমে।"

"কাপ্তেনের হুকুমে!"

"হ্যাঁ, মঁসিয়ে। কাপ্তেন মারা যাবার আগে আমার হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিয়ে এর কোন লোকের কাছে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। মৃত্যুপথযাত্রী কাপ্তেনের সেই অনুরোধকে জীবিত কাপ্তেনের হুকুম মনে করেই কর্তব্যবোধে সে হুকুম পালন করেছি আমি।"

"কার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলে সেই প্যাকেট?"

"মার্শাল বাট্রান্ডের হাতে।"

"মার্শাল বাট্রান্ডের হাতে!" চমকে উঠলেন মঁসিয়ে মোরেল এডমন্ডের

মুখে এই কথা শুনে। তিনি তখন গলা একটু খাটো করে বললেন, "সম্রাটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"হয়েছিল।"

"কী বললে! দেখা হয়েছিল সম্রাটের সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, মঁসিয়ে।"

"তুমি কী বললে তাকে?"

"আমি বলবো কেন, তিনিই আমাকে বললেন।"

"কী বললেন তিনি তোমাকে?"

"তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমরা কবে মার্সেঙ্গ ছেড়েছি, কোন পথ ধরে গেছি... এইসব। তিনি হয়তো আমাকে জাহাজের মালিক মনে করেছিলেন, কিন্তু আমি যখন বললাম যে, জাহাজের মালিক আমি নই, আমি একজন 'মেট' মাত্র... জাহাজের মালিক ফ্রান্সের মোরেল অ্যান্ড সন, তখন তিনি খুশি হয়ে বললেন, মোরেল পরিবারকে তিনি চেনেন; এই পরিবারের একজন ছিলেন তাঁর সেনাপতি।"

"হ্যাঁ, পলিকার মোরেল, আমার কাকা!" এই বলেই খুব চাপা গলায় তিনি আবার বললেন, "তুমি খুব ভালো কাজ করেছ এডমন্ড! কিন্তু এসব কথা কোনো রকমে ফাঁস হলে আর রক্ষা থাকবে না, মহা বিপদ হবে তা হলে।"

এডমন্ড আশ্চর্য হয়ে বললো, "বিপদ হবে! বলেন কী? আমি ছিলুম একটি প্যাকেটের বাহক মাত্র, প্যাকেটের ভিতর কী ছিল, তা-ও আমি জানি না। এর জন্যে আমার কোন বিপদ হতে পারে বলে তো মনে হয় না—"

এই সময় একজন খালাসিকে আসতে দেখে এডমন্ড বললো, "আমি চললাম মঁসিয়ে, ওরা বোধ হয় আমাকেই খুঁজছে।"

এডমন্ড চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই মঁসিয়ে মোরেল বললেন, "হ্যাঁ, আর একটি কথা!"

"কী কথা মঁসিয়ে?"

"সেই প্যাকেটের কথা জাহাজের আর কেউ জানে কি?"

"না।"

মঁসিয়ে মোরেল বললেন, "আচ্ছা তুমি যেতে পারো।"

সে চলে যেতেই ড্যাংলার আবার এলো মঁসিয়ে মোরেলের কাছে। বললো, "এলবা দ্বীপে যাওয়া সম্বন্ধে কী কৈফিয়ত ও দিলো?"

"সে খবরে তোমার কী দরকার বাপু?"

মালিকের কথায় ঘাবড়ে গিয়ে ড্যাংলার আমতা আমতা করে বললো, "না... মানে... সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে পেরেছে কি না সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করছিলাম... মানে, এডমন্ড আমার বন্ধু কি না..."

মোরেল বললেন, "হ্যাঁ, তার কৈফিয়তে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।... তোমার আর কোনো কাজ আছে?"

"আজ্ঞে না।"

"বেশ তা হলে এখন যেতে পারো।"

ড্যাংলার আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে ওখান থেকে সরে পড়লো।

ড্যাংলার চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এডমন্ড আবার ফিরে এলো ওখানে।

মঁসিয়ে মোরেল তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, "কী? কাজ শেষ হলো তোমার?"

"হয়েছে, স্যার।

"আর এখানে কিছু করবার নেই তো?"

"না, সব কাজই শেষ করে এসেছি।"

"তা হলে চলো আমার সঙ্গে, আমার ওখানেই ডিনার খাবে আজ।"

"আমাকে ক্ষমা করুন মঁসিয়ে! আগে বাবার সঙ্গে দেখা না করে আমি কোথাও যেতে পারবো না।"

মঁসিয়ে মোরেল খুশি হয়ে বললেন, "তোমার পিতৃভক্তি দেখে খুশি হলাম। বেশ, তুমি যাও, কিন্তু বাবার সাথে দেখা করবার পর আমার কাছে আসতে পারবে তো?"

এডমন্ড মাথা নত করে বললো, "আমাকে আরও একজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে, স্যার।"

মঁসিয়ে মোরেল সহাস্যে বললেন, "ও বুঝেছি, তোমার বাগদত্তা বধূ মার্সেদেস-এর কথা বলছো তো? হ্যাঁ, তার সঙ্গে দেখা করবে বইকি। ভালো কথা, তোমার টাকার দরকার আছে?"

"না স্যার। আমার হাতে তিন মাসের মাইনে জমেছে।"

"বলো কি! তুমি তো খুব হিসেবি ছেলে দেখছি।"

"আমার বাবা বড় গরিব সে কথাটা ভুলে যাবেন না, স্যার।"

"বড় খুশি হলাম তোমার কথা শুনে এডমন্ড। আমার কাছে তোমার আর কিছু বলবার আছে?"

"আমি দিন কয়েকের ছুটি চাইছি।"

"বিয়ের জন্য বুঝি?"

"হ্যাঁ স্যার, তবে বিয়ে ছাড়া আরো একটা কাজ আমাকে করতে হবে। আমাকে একবার প্যারিসে যেতে হবে।"

"বেশ, তোমার ছুটি মঞ্জুর। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসেই দেখা করতে ভুলো না যেন। মনে রেখো, ভবিষ্যতে তুমিই হবে ফারাওঁ জাহাজের কাপ্তেন।"

"কাপ্তেন! আমি! কী বলছেন আপনি?"

"ঠিকই বলছি এডমন্ড। পরবর্তী বাণিজ্য যাত্রায় তুমিই হবে ফারাওঁয়ের কাপ্তেন।"

মঁসিয়ে মোরেলের মুখে এই অভাবনীয় কথা শুনে এডমন্ডের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলো। সে বললো, "আমি কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো জানি না স্যার। আমি আমার বাবা এবং মার্সেদেসের তরফ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

২.

ফারাওঁ জাহাজ যে মার্সেঈ-এ ফিরে এসেছে, এডমন্ডের বাবার কাছে সে খবর তখনও পৌঁছায়নি। এসিজ-দ্য-মিলানের পনেরো নম্বর বাড়ির চারতলায় তার ছোট্ট ঘরখানায় বসে এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন তিনি।